বিজয় গীতিকা।

বৰ্দ্ধমান,
রাজবাটী।

শুদ্ধিপত্র।

গীত নম্বর।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
উৎসর্গ পত্র নং ২	প্রথম	উপদানে	উপাদানে।
গীত নং ৬	প্রথম	ভবধক	ভবধব।
গীত নং ১৫	প্রথম	বিশ্বস্তর	বিশ্বম্ভর।
গীত নং ১৬	প্রথম	পুর্ণশশী	পূর্ণশশী।
গীত নং ১৭	সপ্তম	আশ্বাষ	আশ্বাস।
গীত নং ১৮	প্রথম	সকাল	সকলে।
গীত নং ২১	প্রথম	নেবেছে	নেবেচ্ছ।
গীত নং ২২	তৃতীয়	ভুষা	ভূষা।
গীত নং ২৫	ষষ্ঠ	ভুতেশ	ভূতেশ।
গীত নং ২৭	সপ্তম	গেল	গেলে।
গীত নং ৩১	চতুর্দ্দশ	মধুস্দন	মধুসূদন।
গীত নং ৩৫		ঝাঁপতানা	ঝাঁপতাল।
গীত নং ৩৪	প্রথম	ব'লে	বলে'।
গীত নং ৩৬	প্রথম	গ্রাম্মের	গ্রীষ্মের।
ঐ	একাদশ	শলিলে	সলিলে।
গীত নং ৩৭	দ্বিতীয়	জল	দল।
গীত নং ৩৮	ষষ্ঠ	পালায়	পলায়।
গীত নং ৩৯	অষ্টম	কলেবর	কলেবরে।

বিজয় গীতিকা।

প্রথম ভাগ।

বর্দ্ধমানেশ্বর ষোড়শ নৃপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর কর্ত্তৃক
রচিত।

তদীয় আদেশানুসারে

শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

বর্দ্ধমান রাজবাটী।
১৩০৬।

উৎসর্গ পত্র।

সর্ব্বসদ্গুণনিকেতন মজ্জনক পরম পূজনীয়
রাজ শ্রীবনবিহারী কপূর সাহেব
শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু।

অহমিকা পঙ্ক হ'তে স্বখেচ্ছা-মৃণাল পরে।
আত্মজ্ঞান-তামরস ফোটে মনঃ-সরোবরে॥
নরজন্ম সে কারণ শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্রমতে।
জ্ঞান সহকারে নর মুক্তি পথে পারে যেতে॥
পাইয়াছি যাঁহা হ'তে এ দেহ মুক্তি-সোপান।
তিনিই আমার ভবে নর-রূপী ভগবান॥
যা কিছু আমাতে ভাল সকলি তাঁহার কণা।
তাঁহারে পূজিলে তাই হয় হরি আরাধনা॥
আমার পরমারাধ্য বাতুল তাত-চরণে।
এই ক্ষুদ্র উপহার অর্পি ভক্তি-পূর্ণ মনে॥

বিনয়াবনত,

বিজয়।

উৎসর্গ পত্র।

পরম ভক্তিভাজন পূতচেতা শ্রীযুক্ত বাবু
রামনারায়ণ দত্ত আচার্য্য মহোদয়
সুধীবরেষু।

শুভাশুভ উপাদানে গঠিত মানবমন।
রজস্তম মূলে যার সে সব দুঃখ-কারণ ॥
সত্ত্ব-পূত মন হ'তে পশুত্ব নিঃশেষ হলে।
বিমল আনন্দ ভোগ করে নর এ ভূতলে ॥
যে মহা শিক্ষায় এই দেবভাব আসে মনে।
তাহার সমান ধন আছে কোথা ত্রিভুবনে ॥
যাঁহার সদুপদেশে স্বর্গীয়-চরিত-গুণে।
এ শিক্ষা-আলোক সদা উজলে আঁধার মনে ॥
ভক্তি-ভাবে দেবোপম সে আর্য্য-কর-কমলে।
তাঁরি ফল দিনু আজি; "গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে" ॥

বিনয়াবনত,

বিজয়।

ত্রিস্তোত্র।

সিন্ধু মিশ—একতালা।

বিঘ্ন-বিনাশন, কবীন্দ্র-বদন,
অম্বিকা-নন্দন, কাতব-তাবণ,
কব করুণা এ দীনে।
কোকনদাসীনা বীণাপাণি, আঁধাবমনে দীপরূপিণি,
জড়তানাশিনি বাণি, ভকতি প্রণতি কিছু না জানি,
চেও মা করুণ নযনে।
দীন-জন-গতি জননি, শিবভামিনি গিবীশনন্দিনি,
তুমি মা ভবজননী ঈশানী, দুস্তর-সংসাব-সাগব-তাবিণী,
কব দযা অধম সন্তানে,
বিজয যাচে চবণে ॥১॥

*কোনও ইয়ুরোপীয় বন্ধুর বিদেশ গমনে ।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা ।

ওহে পরমেশ্বর, ব্রহ্ম পবাৎপব,
কবজোড়ে কবি ওপদে মিনতি ।
চরণে তোমাব, বেথ অনিবার,
আদরেব ধন শিশিল সুমতি ॥
দূরে গেছে বটে বন্ধু গুণধব, প্রেমপাশ কিন্তু বাঁধে দৃঢতব,
নিবন্তব ভাবে মোদের অন্তব, সুশীল শিশিল প্রসন্ন মূবতি ।
কৃপাময় হরি চবণে ধরি, ফিশাবেব আবও কবিও উন্নতি ॥২॥

৩রা শ্রাবণ ১৩০৬ ।

*Cecil Fisher, Esq., M.A., I.C.S

কোনও বন্ধুর পরলোক গমনে বিলাপ।

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

ওহে যমরাজ, ছিছি নাহি লাজ,
এ কেমন কাজ করিলে আজ।
কাঁদায়ে স্বজনে, হরিলে সে ধনে,
নয়নের মণি নাহিক নয়ানে,
মোহ মুগ্ধ জন, দোষে সে কারণে,
ক্ষম ভ্রম মম ধর্ম্মরাজ ॥৩॥

৭ই শ্রাবণ ১৩০৬।

প্রভাত।

বিভাস মিশ্র—ঝাঁপতাল

উঠে ঐ রাঙ্গা রবি, আলো করি ভুবনে।
জাগে সব নর নারী দেখি তার কিরণে ॥
হাসিল গগন তল, হাসিল সাগর জল,
পুলকিত পাখিদল, ঘোষে হর্ষ স্বতানে।
সবে কর তাঁর নাম, বৈকুণ্ঠ যাহার ধাম,
কর তাঁর গুণ গান, কিবা বনে বিজনে ॥৪॥

৯ই শ্রাবণ ১৩০৬

সন্ধ্যা।

জঙ্গলা—কাওয়ালী।

অস্তে যান দিনমণি, রাঙ্গা করি আকাশে।
শশধর ঐ দেখ ধীরে ধীরে প্রকাশে ॥
নীলেতে কালিমা ভরি, ক্রমে আসে বিভাবরী,
তারা গুলি হাসি হাসি, চলে শশি-সকাশে।
ফুটিল কুমুদ কুল, মুদিল কমল ফুল,
ভাবুক নিরখি শোভা, ভাবে সেই ভবেশে ॥৫॥

৯ই শ্রাবণ ১৩০৬।

স্তব।

কীর্ত্তন—চুক।

অপার মহিমা তব, ওহে পিত ভবধব,
পাপ-তাপ-দুঃখ-বিপদ-বারণ ॥
সর্ব্ব দারিদ্র্যভঞ্জন, কলি-কলুষ-নাশন,
সুমতি দিও অধমে অধমতারণ।
কৃপা করি এ সুদানে, সদা রেখো শ্রীচরণে,
ওহে দীন-পতিত-জন-শরণ ॥৬॥

১০ই শ্রাবণ ১৩০৬।

মনঃশিক্ষা।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রে মানব তুমি মাটী সেটী যেন ভুলনা।
এ সংসার ছায়া বাজী, একবারও তা ভাবনা।
এছার জীবন, নিশার স্বপন,
আর সব অনিশ্চিত, নিশ্চিত মরণ,
অলীক অসার কাজে, ব্যস্ত থাক কোন্ লাজে,
হরিপদ সরসিজে, মজে থাক না ॥৭॥

১০ই শ্রাবণ ১৩০৬।

বিধি।

পূরবী—আড়া।

হে বিধি তোমার বিধি, বল কে বুঝিতে পারে।
সুজনে পীড়ন কর সুখে রাখ দুরাচারে॥
সতীরে কাঁদাও শোকে, সাধুরে ফেল বিপাকে,
যারে ন্যায় বলে লোকে, তুমি নাহি মান তারে।
অথবা হে অকারণ, দুষি তোমা অনুক্ষণ
তুমি শুভাশুভ দাও, কর কর্ম্ম অনুসারে।
এর হাটে লোকচয় ভাল মন্দ করে ক্রয়,
আপনার যথা শক্তি, দোষে কে হে বিক্রেতারে॥৮॥

১১ই শ্রাবণ ৩০৬।

শ্রীদুর্গা।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

জয় দুর্গে রক্ষ দুর্গে, ওমা দুর্গতি নাশিনি।
কৃপা কর বিজয়ে মা, চতুর্ব্বর্গ বিধায়িনি॥
রক্ষ মোরে মা জয়দে, বিপদ যে পদে পদে,
পরা ভক্তি ও শ্রীপদে, দাও গো ভবমোহিনি॥৯॥

১২ই শ্রাবণ ১৩০৬।

উপদেশ।

—

ভৈরবী—বাও লা।

অ'য ইয়াবো ত্থনিয়ামে সব্ দাগাদাবা।
নেকাসে মিল্না বদিওাসে হু সিয়াবা॥
তু সোচো হবদম, যব না বাকণা দম্,
তব্ দম্বাজী কবকে কেয়া হায কাম,
অজি মোহব্ পববি হোতা আন্ধিযানা।
ছুনিযা পব বব্‌তে হো কেৎনা জুলুম,
কজ্বা কি ওযাখৎ সব হোগা মালুম,
আবে সোচো সমঝো ছোড়ো গুণাহণাবী॥১০॥

১ ই শ্রাবণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

জয় জয় দয়াময়, সীতানাথ রঘুপতি।
ক্ষত্রিয়-কুলতিলক বীরমণি দাশরথি॥
জনকাদেশ-পালনে, রাজ্য ছাড়ি গেলে বনে,
অদ্ভুত তোমার ধৈর্য্য শত-সূর্য্য সম জ্যোতি।
রাক্ষসেরে করি নাশ, ঘুচালে অমর-ত্রাস,
তোমার দাসানুদাস, বিজয়ে দাও সুমতি॥১১॥

১৬ই শ্রাবণ ১৩০৬।

মধ্যাহ্ন।

গৌড় সারঙ্গ—কাওয়ালী।

ঐ দেখ ভানুক্রমে, মধ্যাকাশে বিরাজিল।
নদা-সরসী সলিল, তাঁর তেজে উজলিল।
প্রখর-কর-প্রভাবে অবসন্ন সবে ভবে
নলিনী হাসে গরবে, পাখী নীড়ে প্রবেশিল।
পবন পাবকতুল, জর জর ফুলকুল,
হে রবি বিজয়ে বল কে তোমারে প্রভা দিল ॥১২॥

৬ই শ্রাবণ ১৩০৬।

ঊষা।

ললিত—আড়া

তারাদল নিশা সহ ধীরে ধীরে লুকাইল।
বিকচ কমলমুখী ঊষা হাসি দেখা দিল ॥
বিধুছবি সুমলিন, দীপশিখা প্রভাহীন,
ভুবন যেন নবীন, রুচির বাসে শোভিল
মৃদু মৃদু গন্ধবহ, বহিছে সৌরভ সহ,
হে ঊষে বিজয়ে কহ কে তোমারে বিরচিল ॥ -৩॥

১৮ই শ্রাবণ ১৩০৬।

নিরাশের বিলাপ।

সিন্ধু মিশ্র—একতালা।

সকলিতো গেছে যাতনা রয়েছে।
মন সাধ মম, সব মিটে গেছে ॥
পুত্র পরিবার পিতা মাতা আর,
সকলিতো গেছে আছে হাহাকার।
সুখ গেছে চলে সুধু তার স্থলে,
দুঃখের অনল, সতত জ্বলিছে ॥১৪॥

১০শে শ্রাবণ ১৩০৬

শ্রীশ্রীহর।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

জয় হর স্মরহর, বিশ্বনাথ বিশ্বম্ভর।
ডমরু পিণাকধর, আশুতোষ শুভঙ্কর॥
কৈলাশশিখরপর, মহাযোগমগ্নহর,
উমাপতি কৃপা কর বিজয দাসে শঙ্কর॥১৫॥

২১শে শ্রাবণ ১৩০৬।

পূর্ণিমা।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

নীলাকাশে পূর্ণশশী দেখ হাসি দেখা দিল।
প্রিয় দ্বিজরাজে দেখি কুমুদিনী প্রমোদিল॥
সুবাসিত সদাগতি, বহিছে মধুর অতি
তারাসহ তারাপতি, রাজা সম বিরাজিল।
হেরি চারু শশধরে, বিজয় বিনত শিরে,
যাচে শশাঙ্কশেখরে পরাভক্তি নিরমল ॥১৬॥

২২শে শ্রাবণ ১৩০৬

অমাবস্যা।

মুলতান—একতালা।
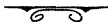
আজি নিশি শশি-হীনা, যেন মসীমাখা কায।
এত তারা তবু তারা, সে অভাব না ঘুচায॥
তমোময়ী বিভাবরী, আঁধারে মুখ আবরি,
কাঁদিছে যেন গুমরি, শশি-শোকে উভরায়।
সব্ই আছে এক বিনা, যামিনী লাবণ্যহীনা,
সতী হলে পতি হীনা, আর সে কিছু না চায।
বিজয আশ্বাস বাণী, শুনগো নিশা-কামিনি,
পুনঃ আসি নিশামণি, হাসি ভূষিবে তোমায।
কিন্তু কাল ক্রূরহিয়া, কতচিত্ত আঁধারিয়া,
লয়েছে যাহা হরিয়া, দেবে কি তা পুনরায॥১৭॥

২৪শে শ্রাবণ ১৩০৬

বাসন্তী সমিতির বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে।

ভৈরবী—একতালা।

মিলেছি সকাল হ'তে শুভ পথে অগ্রসর।
হৃদি পদ ধ্যান ধরি হব সত্যব্রত ধর॥
ভারতী-শ্রীপদ্ম-গতি, এই বাসন্তী সমিতি
ইহার সুযশ প্রতি আঁখি রবে নিবন্তর।
স্বধর্ম্ম পালনে রত সতত রহিবে চিত
সত্য হ'তে বিচলিত কভু না হবে অন্তর।
ত্রিলোকের যে সাধন তাতে যাতে মাতে মন
হই যেন অনুক্ষণ, সে কার্য্য-পালন-পব।
গুরু জন উপাদেশ যেন পালি সবিশেষ
ছাড়ি অহঙ্কার লেশ, ভুলি যেন নিজ পর।
বিজয় নির্ভয় মন, হইবে বাঞ্ছা পূরণ,
ডাক শ্রীমধুসূদন, সর্ব্ব-দুঃখ-তাপ হর॥১৮॥

২৩শে শ্রাবণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীশ্যামা।

— —

সাহানা— যৎ।

কাব্ উপবে বোষ ভবে, শ্যামা মা বণে সেজেছ।
পাগলিনি ভবরাণি, হরে চবণে রেখেছ ॥
কবে নব শির ধব, এবি বেশ ভযঙ্কর,
তোমাবি এ চবাচর তাকি মা ভুলে গিযেছ।
শুনগো বিজয বাণী, হও প্রসন্ন জননি,
পদতলে শূলপাণি, চেযে না মা দেখিতেছ ॥১৯॥

২৭শে শ্রাবণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীকালী।

ভৈববী—ঝাঁপতাল।

জয় কালি মহাকালি, মুক্তকেশি মহেশ্বরি।
কঙ্কাল মালিনি শ্যামা, লোলজিহ্বে ভয়ঙ্করি॥
কেনগো মা কর রণ, তোমাবিত এ ভুবন,
বিজয় যাচে চবণ, কৃপা কব ক্ষেমঙ্কবি॥২০॥

২৮শে শ্রাবণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীশ্যামা।

— —

পরজ—কাওয়ালী।

কার দোষে এত রোষে, শ্যামা মা নেমেছে রণে।
ক্ষেপা মেয়ে লাজ খেয়ে, দলিছ পতি চরণে॥
একি মার আচরণ, দুর্ব্বল-সুত ঘাতন,
হয় যে বিশ্ব নিধন, তুমি মা করিলে মনে।
জয়দে লভিতে জয়, চেষ্টা কি করিতে হয়,
শুভাশুভ সমুদয়, উদয় তব চরণে।
বিজয় অবোধ ছেলে, বোঝেনা লীলা-কৌশলে,
গুণ-ক্ষোভ না ঘটিলে, চলিবে ভব কেমনে॥২১॥

২৯শে শ্রাবণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

বেহাগ—আড়াঠেকা

কেন শ্যামা মনোরমা এ ভীম বেশ ধরিলে।
সুবদ্ধ কবরী কেন রোষে মোচন করিলে ॥
করি ভূষা পরিহার শব নর-শির-হার
ভবে করি ছারখার হাহাকার ঘটাইলে।
যে মহেশনিন্দা শুনি ত্যজিলে দেহ ভবানি,
সেই শিবে শিববাণি কি বলে' পদে রাখিলে।
ছাড়ি মণিময় বাস, শ্মশানে কেন প্রকাশ
জিজ্ঞাসে বিজয় দাস, কেন মা রণে আসিলে ॥২২॥

৩০শে শ্রাবণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীশিবশক্তি।

রাগিণী খাম্বাজ — আড়াঠেকা।

জ্ঞান বিরহিতা শক্তি উন্মাদিনী কালী সম।
শক্তি হীন জ্ঞান তথা শবাকার শিবোপম॥
এখনি ভীষণ স্বরে, মাখিয়া নর রুধিরে,
কেবল মত্ত সংহারে, বিকট করে বিক্রম।
শিব করি পরশন, হ'ল কি মূর্ত্তি মোহন,
প্রসন্ন হাস্য বদন, স্বভাব রুচির কম।
সংহারিণী বৃত্তিচয়, ক্রমে নিয়মিত হয়,
সর্ব্ব সদ্গুণ উদয়, নিবৃত্ত গুণ বিষম।
শক্তি জ্ঞান-যুতা হ'লে সাধবা সুখী সকলে,
দুঃখ যায় অবহেলে, প্রচলিত সুনিয়ম।
তাই তারা শিব সনে, বিরাজ মা নিশি দিনে,
বিজয়-হৃদয়াসনে, সতত বাসনা মম॥২৩॥

৩১শে শ্রাবণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীভবানী।

কানাড়া মিশ্র—একতালা।

শঙ্করি ভবানি, মহিষ-মর্দ্দিনি,
রাঙ্গা পা দুখানি দাও মা অন্তরে ॥
জয় মা পার্ব্বতি, অন্নপূর্ণা-সতি,
অগতির গতি রক্ষ মা কাতরে।
বিজয় বাসনা, দেন শবাসনা,
হ'য়ে হৃদাসীনা সতত বিহরে ॥১৭॥

১লা ভাদ্র ১৩০৬।

শ্রীশ্রীশঙ্কর।

বাহার—কাওয়ালী

জয় মহেশ্বর, শিব জটাধর

ঈশান ঈশ্বর অজেয় গিরিশ ॥

হিমাংশু-ভালক, মদন-দাহক

মুক্তি-প্রদায়ক, অমর-উমেশ।

বৃষভ বাহন, হর পঞ্চানন

বিজয়ে পালন করহে ভূতেশ ॥২৫॥

২রা ভাদ্র ১৩০৬

আত্মবোধ।

জয়জয়ন্তী—ঝাপতাল।

অনিত্য সংসার ছেড়ে মজ হরিপদে মন।
এ ভব দুঃখ-প্রভব, মাধব সুখ সদন ॥
নিখিল এ ত্রিভুবনে, নানা ভাবে নানা স্থানে
পূর্ণরূপে সর্ব্বক্ষণে বিরাজিত নারায়ণ।
বিজয় ভাব সে পদ, সবল সম্পদাস্পদ
দূরেতে যাবে বিপদ, হবে দুরিত মোচন ॥২৬॥

৩রা ভাদ্র ১৩০৬

নদী ও সময়।

ধানি মিশ্র—একতালা

নদী ও সময়, সমান উভয়,
ধীরে ধীরে বয় লয়ে সমুদয়।
সচেষ্ট সুজন, লভে [illegible],
জড় অভাজন, দুঃখভাগী হয় ॥
ক্রমাগত ধায়, পিছে না তাকায়,
হাসায় কাঁদায়, যথা মনে লয়।
অনন্ত সাগরে, মিশে গেল পরে,
কিছুতেই আর, আসে না ত ফিরে।
হলে অযতন, জন্মের মতন,
আরতো কখন, পাবে না বিজয় ॥১৭॥

৭ই ভাদ্র ১৩০৮।

শ্রীশ্রীমহেশ।

ভৈরবী —একতালা

কে প্রভো প্রভা প্রভাবে, পরাজিয়া প্রভাকরে,
মগন বিষম তাপে, উজলি হিম ভূধরে।
অহিবদ্ধ জটারাশী, তাহে হাসে বাল-শশী
ছুরিত কলুষ নাশি, ভাতিছে জ্যোতি অম্বরে ॥
কর রজত-বরণ, চিত ভস্ম বিলেপন,
কপালস্থ বিভূষণ শার্দ্দুল চর্ম্ম উপরে।
শ্বেত কণ্ঠে নীল আভা, শশধর অঙ্ক শোভা,
মার কি রূপের বিভা, ভুবনে বুঝি না ধরে।
কেহ যাঁহা নাহি চায়, তব পদে স্থান পায়
নিরাশ্রয় রাখ পায়, অপার করুণা ভরে।
সংসার-নাশ কারণ গরল অতি ভীষণ
কণ্ঠে করহ ধারণ, বাঁচাইতে চরাচরে।
হের মধুরী বিমোহন, প্রাণারাম সুদর্শন
হউক চিত নিমগন বিমল রূপ সাগরে।
হে দেব দেবেশ হর, আশুতোষ দিগম্বর
শিব জগদীশ্বর পাতকী ডাকে কাতরে।
বিষয়-লোভ-তাড়নে, বিজয় সভয় মনে,
পতিত ও শ্রীচরণে, রক্ষ রক্ষ কৃপা করে ॥২৮॥

৫ই ভাদ্র ১৩০৬।

উপদেশ।

ভজন—কাহার্ব্বা।

ইস্‌কো উস্‌কো বুরা ন মান্‌না, আপ্‌নে কো
ঠিক্ রাখো জি।
এ দুনিয়া মে সবি হ্যায় ঝুটা এক্ মুঠা
খাক্ জি ॥
দুনিয়া দুনিয়া কাহে মিঞা, কহ্‌তে হো
তু হরদম জি।
দম ছুটেগা মাটি হোবেগা, রহেগা
এক্ ওহি মৌলা জি ॥২৭॥

৬ই ভাদ্র ১৩০৬।

শ্রীশ্রীনারায়ণ ।
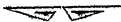
টোড়ী ভৈরবী—একতালা ।

জয় দামোদর, মধু-মুর-হর,
শ্যাম নটবর, বিপিন বিহারী ।
ভকত-পালক, অসুর-নাশক,
দরিদ্র-পোষক, সর্ব্ব-দর্প-হারী ॥
দুরিত-দমন, কলুষ-নাশন,
তাপিত-তোষণ, অকুল কাণ্ডারী ।
বিজয় কাতরে, ডাকেছে তোমারে,
ভবপারাবারে, তরাও শ্রীহরি ॥৩০॥

৭ই ভাদ্র ১৩০৬ ।

সুখ ও দুঃখ।

লুম ঝিঁঝিট—পোস্তা।

দুঃখ সুখ ভিন্ন ভাবি দুঃখ পাই অকারণ।
একেরই দুই দিকে দুটী নাম সংযোজন ॥
আজি যাহা সুখকর, তাই কিছু দিনান্তর,
বোধ হয় বিষময়, ইহা দেখি অনুক্ষণ।
তুমি যারে তপ্ত বল, অন্যে ভাবে সুশীতল,
সুখ দুঃখ অবিকল, এই রূপ বিবেচন।
সুখ বলে যারে মানি, সেই আনে দুঃখ টানি,
বোধ সূত্রে দুই ধারে, দোঁহার আছে বন্ধন।
সুখ প্রতি অনুরাগী, বিচলিত দুঃখ লাগি,
কল্পনায় কষ্ট ভাগী, এ নিখিল জীবগণ।
যে সুখ কামনা করে, ধ্রুব দুঃখ পায় পরে,
চক্রাকারে বারে বারে, সুখ দুঃখের ভ্রমণ।
সাধুগণ সে কারণে, সুখে দুঃখে স্থির মনে,
ভাবেন মধুসূদনে, বিচলিত কভু নন।
না চাহি স্বরগ বাস, পদে রাখ শ্রীনিবাস,
বিজয়ের অভিলাষ হরিহে কর পুরণ ॥৩১॥

৮ই ভাদ্র ১৩০৬।

বসন্ত।

বসন্ত বাহার—একতালা

হেরি বসন্ত সখায় কোকিল হরষে গায়।
তরুগণ শোভা পায় শীত ভয়ে পলাইল ॥
দশ দিক আমোদিত, ত্রিভুবন হরষিত
ফুলকুল বিকসিত অলিদলে মাতাইল।
স্বভাবের শোভা দেখি জুড়ায় সবার আঁখি,
বিজয় হইয়া সুখী বিধাতারে প্রণমিল ॥৩২॥

১ই ভাদ্র ১৩০৬।

মধুমাস।

ঝিঝিট—একতালা

শীতের ভীম তাড়নে মলিনা কৃশা মেদিনী।
মধু হেরি বিকশিল, হিম-ক্লিষ্ট মুখখানি ॥
রবি তাপে হিম দোহে মলয় নিশ্বাস বহে,
সুখ সুস্থতার স্বর, বিহগ কূজন-ধ্বনি।
চারি দিকে পুষ্পোদ্গম, কি সুন্দর মনোরম,
করিয়া আরোগ্য স্নান, হাসিছে যেন ধরণী।
সব যেন মধুময় হরষিত প্রাণীচয়,
রসময় সুসময়, পে'যে মোদিতা মেদিনী।
যা ছিল কুরূপ দীন, বিরস সৌরভ হীন,
শীতান্তে বসন্ত-যোগে, হ'যেছে শোভার খনি।
সুখিনা অবনী হাসে, মধুর মধু-পরশে,
সর্ব্ব সুখ-ময়ে ভাব বিজয় দিবা-রজনী ॥৩৩॥

১০ই ভাদ্র ৯৬

আত্মবিলাপ।

গৌরী—একতালা।

মা ব'লে তোরে ডাকিলে জুড়াবে এ পোড়া মন।
মা-হীনের বড় সাধ করিতে মা সম্বোধন॥
মা-স্নেহ বিশ্ব-বাঞ্ছিত, বিজয় তাহে বঞ্চিত,
সম্বল কেবল তাত, তিনি যেন সুখে রন।
সুশীতল তাঁর প্রেমে জুড়াই এ মরুভূমে,
সে ভাবে সতত তিনি তোষেন যেন জীবন।
জগদম্ব কৃপা-খনি তুমি বিনা কে জননি
মাতৃহীন অভাগার, ঘুচাবে মনোবেদন ॥৩৪॥

১১ই ভাদ্র ১৩০৮

নিদাঘ।

সাহানা—ঝাপতাল

হেরি নিদাঘে আতঙ্কে মধু করে পলায়ন।
প্রখর হ'ল তপন বহে তপ্ত সমীরণ ॥
ধরা অবসন্ন ভয়ে, তটিনী যায় শুখায়ে,
লতিকা পড়ে লুটায়ে, অনলসম পবন।
তরুকুল স্পন্দহীন, বিসন্ন সবে সুদীন,
মেদিনী-মুখ মলিন আকুল মানব-মন ॥৩৫॥

১২ই ভাদ্র ১৩০৬

গ্রীষ্ম।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

গ্রীষ্মের তীব্র প্রতাপে অধীর এ চরাচর।
নিশা স্বহ্লাদিনী সখী দিবা রুদ্র সহচর ॥
তপন মুখ ভীষন, হুতপ্রশ্বাস পবন,
শক্তি নাশ করিবারে, যেন বদ্ধ পরিকর।
সহ্যশীল তরুগণ, ঐ দেখ অনুক্ষণ
বহিতেছে মস্তকোপর অগ্নি সম রবিকর।
সহি এত তাপ ভার, ধীর ভাবে অনিবার
দিতেছে আশ্রিত জনে স্নিগ্ধ ছায়া সুখকর।
লঘুচেতা সমীরণ, তপন তৃপ্তি কারণ,
অনল-মূরতি ধরি বিচরিছে নিরন্তর।
দুঃখ দিতে জীবকুলে, পশেছে তাপ সলিলে
তপন তাপন হ'তে এ যে জ্বালা ঘোরতর।
ভয়ে অবসন্ন সব ভুবন আছে নীরবে
বিষম উত্তাপ বশে, বায়ু কাঁপে থর থর।
চেতনা যাতনা মাত্র, দুর্গতি গতি সর্ব্বত্র
জীবন দুর্ব্বহ ভার, বহিতে সবে কাতর।
নিদাঘ মহিমা যাঁর, করিছে ভবে প্রচার,
বিস্ময় ভরকীর্তি তাঁর, ভাব সেই বিশ্বেশ্বর ॥৩৬॥

১৩ই ভাদ্র ১৩০৯

বর্ষা।

সাহানা—ঝাঁপতাল।

আইল বরষা কাল, ছাইয়া আকাশ ভাল,
ঢাকি রবি-কর-জাল ছুটিছে জলদ জল ॥
প্রভঞ্জন শন্‌শনে, ভগ্ন করে তরুগণে,
ভীষণ মেঘ গর্জ্জন, কম্পিত সদা ভূতল।
আবরিয়া চারি ধার, পড়িতেছে বারি ধার,
অনিবার এ আঁধার, বিদ্যুৎ বাড়ে কেবল।
দিগঙ্গন ম্লান মুখি, ধরণী মুখ নিরখি
হ'য়ে পর দুঃখে দুঃখী কাঁদে বুঝি অবিরল।
গেলে এ দুঃখ যামিনী, পুনঃ হাসিবে অবনী
হইয়ে শস্য-শালিনী, পাবে সুখ নিরমল।
দুঃখ দেন ভগবান, করিবারে সুকল্যান,
দুঃখান্তে সুখ বিধান, এ নিয়ম অবিচল।
শোক ক্ষোভে জ্ঞানোদয়, কষ্ট ভোগে কর্ম্মলয়,
পরমেশ পদে বিজয়, বিশ্বাস রাখ অটল ॥৩৭॥

১৪ই ভাদ্র ১৩০৬

শরৎ।

ঝিঁঝিট—গোস্তা।

শরত কমলমুখী নবীনা বধূর ন্যায়।
হয়ে মত্ত হংস রবে সদা নূপুর বাজায়॥
রাজীব জলে বিরাজে, নব ধান্যে শীষ সাজে,
হরিত বসনে সেজে, শরৎ এল ধরায়।
শশাঙ্ক সুরথে সাজে, তারকাবলীর মাঝে,
বরষা পালায় লাজে, তটিনী পূরিত-কায়।
বহে মন্দ সমীরণ, সুশোভিত উপবন,
হরষিত প্রাণিগণ, ভূমে কুসুম লুটায়।
যাঁহার এ সুসৃজন, মধুময় ত্রিভুবন,
বিজয় ভকতি ভাবে ডাক সেই বিধাতায়॥৩৮॥

১৫ই ভাদ্র ১৩০৬।

শরৎ।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

শরত কিশোর শান্ত শিশুসম সুকোমল।
নির্ম্মল চন্দ্রিকা হাসি মধুময় নিরমল ॥
সুচঞ্চল চিত্ত তার, এই হাসে পরিষ্কার,
তখনি দেখি আবার, ঝরে অশ্রু অবিরল।
সলিলে মরাল গুলি, করে যে মধু কাকলী,
লীলাময় বালকের, নূপুর রব কেবল।
মাঠেতে হরিত ধান, সুশীতল করে প্রাণ,
শরতের কলেবর, যেন শ্যামল অঞ্চল।
বহে ধীর সমীরণ, বিকশিত ফুলগণ,
বুক পোরা সুখে যেন, নদী জল টলটল।
অধীর জলদ রবে, ময়ূর নাচে গরবে,
বিস্ময় শরতে ভাবে, বিভু পদ শতদল ॥৩৯॥

১৭ই ভাদ্র ১৩০৮।

হেমন্ত।

ঝিঝিট—আদ্ধা

সুশান্ত হেমন্ত আভা শোভিল বসুধা ভালে।
স্বর্ণ বর্ণ শস্য গুলি হাসিছে গগণ তলে ॥
কৈশোর গতে যৌবন, শীতের দেখি এখন,
নিস্তেজ রবি কিরণ শৈত্য সলিলে অনিলে।
অজস্র ঝরে শিশির, গাথিয়া হার মতির,
যতনে প্রকৃতি যেন দিতেছে অবনী-গলে।
যিনি এ বৈচিত্রময় সৃজেছেন ঋতুচয়,
সপ প্রাণ হে বিজয় তাঁর শ্রীপদ-রাতুলে ॥৪০॥

২০শে ভাদ্র ১১ ৬

হিমালয় গমনোপলক্ষে।

—

ভাজবস্থি—ঝাঁপতাল

ধরায় অমরা-নিন্দি অলকা-সুখ-আগার।
জনম ভূমির মত বল কোথা আছে আর॥
যথা ক্ষুদ্র তরু লতা, থাকে মরমেতে গাঁথা
বায়ু সদ স্নেহ কথা, কহে কাণে অনিবার।
এ স্থান জননী সম, ত্রিলোকেতে নিরুপম,
মায়ের হৃদয় সম, শুভ প্রেম পারাবার।
যেখানেতে ঘাটে মাঠে, সুখ স্মৃতি-ফুল ফোটে,
পশু, পক্ষী, পতঙ্গটী, মনে হয় আপনার।
স্বাস্থ্য, ধন, মান আশে, ছাড়িয়া হেন স্বদেশে
দেশান্তরে যায় যেবা, কত কষ্ট হয় তার।
ত্যজি আজি নিজালয়, চলিলাম হিমালয়
শ্রীপদে হিমাদ্রি-সুতে, অর্পিয়া দাসের ভার।
বিজয় তব তনয় কোথাও করেনা ভয়
চিন্ময়ী মায়ের কোলে, সুখেতে দেয় সাঁতার॥৪১॥

২৪শে ভ দ ১৭০৬।

হিমালয় দর্শনে।

হাম্বির—কাওয়ালী।

হেরি হিমধরাধরে, জুড়াই নয়নমনে।
মনোলোভা শ্যামশোভা, ধাল চলচরা ॥
শতমণিদ্যুতিধর, হেমশৃঙ্গ মনোহর,
যত দেখি তত আঁখি মোহে নবীন ভাগে।
ভীমকান্ত এ মূরতি অনন্ত শোভা বসতি
হেরি চিত বিমোহিত শয়নে দেখে স্বপনে।
থাকি গিরি ধরাবাসে তুলেছ শির আকাশে
ভবতাপ দূরে রাখি আবরি সদা তুহিনে
শিখাও নর নিকরে কিরূপে থাকি সংসারে
বিভুপ্রেমামৃতসরে, ডুবাতে হয় জীবনে।
দেবাত্মা তুমি ভূধর, সর্ব্বদা স্বাস্থ্য বিতর
বিভয় হৃদয়াময়, ঘুচাও যাচি চরণে ॥৪২॥

দারজিলিং ১লা আশ্বিন ১৩০৬।

আগমনী।

—

জয়জয়ন্তী আড়া তাল।

বড়ই স্নেহ পিপাসু কাঙ্গালা বাঙ্গালীগণ।
তাই কি এস মা বঙ্গে ঘুচাতে দীনবেদন॥
দুঃখে শোকে অপমানে, মরিয়া আছে জীবনে,
পুনর্ব্বার পায় প্রাণে নিরখি তব বদন।
অনাথ অধম সুতে, স্নেহে কোলে তুলে ল'তে,
কে আছে মা এ জগতে, তুমি তারিণি যেমন।
তাইতো মা দয়া বশে, মা হয়ে দুহিতা বেশে,
বাঁধ মহামায়া পাশে, কাতরে করি যতন।
মার মুখে মা মা বাণী, মানসে মধুর শুনি,
দুঃখিনী বঙ্গরমণী, করে সুখে সন্তরণ।
এস মা ভবমোহিনি, তুলে হাসি মুখখানি,
হৃদয় মাঝে জননি, পাত তব পদ্মাসন।
বিজয় পুলকে কয়, সতত বাসনা হয়,
হইয়া তব তনয় করি মা মা সম্বোধন॥৪৩॥

দার্জ্জিলিং, ২৫শে আশ্বিন ১৩০৩।

বিজয়া।

ভৈরবী—একতালা।

কি কাজ থাকিয়া আজ মা বিনে শূন্য ভবনে।
ছেড়ে ভবখেলা মন চলরে জননী সনে ॥
জগত জড়তাময, কঠিন নাহি হৃদয,
হয়েছিল সচেতন মার শুভ আগমনে।
চিন্ময়ী হইযা হারা, পুনঃ শবাকারা ধরা,
দেহে কিবা প্রয়োজন কাল হবিলে জীবনে।
চল সেই কূট পুরে, মেরু শিখর উপরে,
বিরাজেন যথা উমা সতত শঙ্কর সনে।
সে শুভ মিলন দেখি, জুড়াও এ পোড়া আঁখি,
বিজয় কেনহে দুঃখী সংসার-বিষ-দহনে ॥৪৪॥

দার্জিলিং, ২৯শে আশ্বিন ১৩০৬।

ঝটিকা উপলক্ষে।

খাম্বাজ—একতালা।

প্রকৃতি মা পাগলিনী সম একি ব্যবহার।
সুসজ্জিত নিজ গেহ ভেঙ্গে কর চুরমার ॥
এই ছিলে বরাননে, প্রফুল্ল হাস্য বদনে,
পুনঃ হেরি কি কারণে, ভীষণ মূর্ত্তি তোমার।
অমরা সদৃশ পুরে, ভাঙ্গিতেছ ক্রোধভরে,
দীন সন্তান নিকরে, সদা করিছ সংহার।
ধাতার আদুরে মেয়ে, নিশ্চেষ্ট পতিরে পেয়ে,
একবারে লাজ খেয়ে ভাঙ্গ নিজ ঘর দ্বার।
যাহা কব হয় তাই, পুরুষ কিছুতে নাই,
হেন ঘরে কি বালাই, যাতে এত মনোভার।
একা থাক নিজ ঘরে, এত রাগ কার উপরে,
কেন নিজ স্বভাবেরে, প্রকাশ মা বার বার।
চিন্ময় পতির জ্যোতি, পেয়ে তুমি স্ফূর্ত্তিমতী,
তবে কেন জড়মতি, ঘটে তব অনিবার।
বিজয় স্বরূপ কয়, কর যাহা মনে লয়,
যত দিন নাহি হয়, ব্রহ্মে লীন এ সংসার ॥৪৫॥

দারজিলিং, ৯ই কার্ত্তিক ১৩০৬।

শ্রীশ্রীব্রহ্মা।

দেশ মিশ্র—একতালা।

নির্গুণে বজোভূষণে সাজালে পাই তোমারে।
আসীন কমলাসনে বিভুনাভি সরোবরে ॥
বিশ্বকর্ম্মা চারিকর, সৃষ্টি কার্য্যে সুতৎপর,
প্রসন্ন বদন চারি রত শ্রুতি সুপ্রচারে।
গুণানুরূপ বরণ, শ্রীহংসবরবাহন,
শীতল চরণছায়া দাও সদা বিজয়েরে ॥৪৬॥

দারজিলিং, ১২ই কার্ত্তিক ১৩০৬।

জন্মতিথি উপলক্ষে।

বাক্‌শ্রী—আড়াঠেকা।

ভাবী হ'তে একবর্ষ অতীত লইল হরি,
কত শত আশা হায় স্মৃতি পরিণত করি ॥
বিজয় এ শুভদিনে, দেখহে বসি বিজনে,
গত বর্ষ লাভালাভ, সুধীর ভাবে খিচাবি।
অসীম কর্ম্ম সাগরে, শুভাশুভ উর্ম্মি হেরে',
সুখ, দুঃখ, ভ্রমে ভাব কেন আপনা পাশরি।
প্রাণ অস্থিরতাময়, দুঃখ হেতু সদা ভয়,
চিরস্থির পূর্ণভাব উচ্চতম সর্ব্বোপরি।
এই সুখ দুঃখ পারে, যাতে লয়ে যেতে পারে,
সে জ্ঞান লভিতে চেষ্টা কর দিবা বিভাবরী।
সংসার-সুখ-সম্পদে, অবহেলি, হরিপদে,
বাঁধ মন, সে রতন ভবার্ণব পারে তরি।
ভেবে দেখ অনুক্ষণ, কে তুমি, কি প্রযোজন,
কি সংসার, কে স্বজন, কি শরীর, কে শরীরী ॥৪৭॥

দার্জ্জিলিং, ১৫ই কার্ত্তিক ১৩০৬।

ভালবাসা।

লুম্ খাম্বাজ—ঠুং রী।

ভালবাসা বড় খাসা, লোভে মেসা কভু নয়।
আশার পিপাসা যাতে সে যে নেশা বিষময়॥
আপনা ভুলিলে পরে, ভালবাসা য য পাবে
তৃষা আশা লোভ ইচ্ছা কিছু না তে নাহি রয়।
স্বার্থ আছে মূলে যার, স্নেহ নাম দিলে তার,
স হারক হল হলে স্নবা খ্যাতি দেয হয।
প্রেম ত্রিদিবের ধন, পোতে গার আস্বাদন,
করেন সদা যতন, পূতচেতা সাধুচয়।
ভক্তি কল্পতরু মূলে, একল সতত মেলে,
ভাব দু একটি স্বাদে, পাবে কছু পরিচয়।
পিতা মাতা হৃদিপাটে, সে মূরতি স্বল্প ফুটে,
সুন্দর বিকাশ তথা যথা ঘটে চিত্তজয়।
পিতৃ মাতৃ মনোভূমে, অঙ্কুরিয়া ধরাধামে,
উঠি স্বর্গে ক্রমে ক্রমে, বিভু পদে পায় লয়।
পর প্রতি স্বার্থ লাগি, হলে পরে অনুরাগী,
সে লোভে বিষম ভ্রমে লোকে ভালবাসা কয়।
হরিহে করুণা গুণে, প্রেম কণা দাও মনে,
যাতে পায় শ্রীচরণে, সে ভিক্ষা মাগে বিজয়॥৪৮॥

থবসান ২৪শে কার্ত্তিক ১৩০৬।

হিমালয় হইতে প্রত্যাগমনোপলক্ষে।

যোগিয়া—আড়াঠেকা।

গিরিবর অতঃপর, বিদায় মাগি চরণে।
অনাময়ে পদাশ্রয়ে, বঞ্চিনু শৈল-ভবনে ॥
তোমার স্থাবর দেহ, সকল শোভার গেহ,
এ ভবে যাহা সম্ভবে, সঞ্চিত তব সদনে।
যেবা যাহা ভালবাসে, পায় তাহা তব পাশে,
চতুর্ব্বর্গ লভে নব, গিরীশ তব সেবনে।
রোগ-জীর্ণ তনু লয়ে, যে আসে তব আলয়ে,
পায় সে তব কৃপায়, সর্ব্বমূল স্বাস্থ্য ধনে।
পবিত্র বায়ু পরশে, ফোটে জ্ঞান চিদাকাশে,
মনের ক্ষুদ্রতা খসে, ছোটে প্রাণ বিভু পানে।
মায়ের জনক তুমি, পিতার বিলাস ভূমি,
অনন্ত রত্নের খনি, অমর মর-ভবনে।
দুঃখিনী ভারত মাতা, সদা তব পদাশ্রিতা,
স্নেহে রক্ষা কর তাঁরে, কাতরা দুহিতা জ্ঞানে।
তাঁর দুঃখে দুঃখী হ'য়ে, ভূধর বল বিজয়ে,
নদী রূপ অশ্রুতে কি, ভাসাও ম্লানবদনে ॥৪৯॥

খরসান, ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০৯।

শ্রীশ্রীবিষ্ণু।

ভৈরবী—আড় ঠেকা।

ভবখেলা পাতিবারে হইয়া ত্রিগুণময়।
তিন রূপে কর বিভু, সৃজন, পালন, লয়॥
সত্ত্বময় মূর্ত্তি তব, শীতল শান্তি প্রভব,
ভকত জন-রঞ্জন, ধ্যানে মন প্রেমোদয়,
অপর্ণ ভাব উত্থানে, শোভা বিনাশ পতনে,
তাই রজস্তমো-গুণে, পূর্ণ শোভা নাহি রয়।
সত্ত্বগুণ ফল স্থিতি, পূর্ণ শোভার বসতি,
শ্রীনিবাস সে কারণে, পুরাণে তোমারে কয়।
রূপ গুণ একাধারে, কমলা-শারদাকারে,
কারণ-সাধন তাই, তোমার অঙ্গ আশ্রয়।
তোমার পদ পরশে, বিবাদ সখ্যতে মেশে,
স্বপত্নীতে ভগ্নি ভাব, চিরবৈর পায় ক্ষয়।
রমা-বাণী সুমিলনে, কি শোভা তব সদনে,
ভুজগ ভুজগাশন, আসন বাহন দ্বয়।
শুদ্ধ করি এ হৃদয় এস তাহে দয়াময়,
দূর কর ভব ভয়, কাতরে যাচে বিজয়॥৫০॥

১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৬।

শ্রীশ্রীজানকী।

ঝিঝিট পাঞ্জাবী—যৎ।

অনেক মণির খনি আছে অবনী-ভিতরে।
জানকীসম কি আর ধরিবে ধরা উদরে॥
সাধু মূর্ত্ত কমনীয়, যা কিছু সজ্জন-প্রিয়,
সে গুণ সম্পূর্ণ ভাবে, উদিত সীতাশরীরে।
ধর্ম্মের সুতীব্র প্রভা, নানা-ভাব মনোলোভা,
মরি মরি কি সুন্দর, মিশিয়াছে একাধারে।
মা সীতে, গুণভূষিতে, দেখায়েছ স্বচরিতে,
আদর্শ সতী জীবন, নারীকুলে শিখাবারে।
সুখ, দুঃখ, দুই ল'য়ে, থাকে জীব লোকালয়ে,
তুমি কিন্তু দুঃখ স'য়ে, করেছ সুখী অপরে।
পাবকে কনক সম, সহিয়া দুঃখ বিষম,
স্বর্গীয় সতী-মাহাত্ম্যে, মোহিয়াছ চরাচরে।
মা তুমি জন্ম-দুঃখিনী, দুঃখি-তাপিত-জননী,
দয়া-সুধা-কণা দাও, মাতৃহীন বিজয়েরে ॥৫১॥

২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩০৯।

ভারত।

ইমন কল্যান—চৌতাল।

ভারতে ভীকতা কেন, যথা ভাবত-আখ্যান।
কি দোষে পাপ প্রবেশে, যথা রাম-গুণ-গান ॥
রাশি বাশি পাপ-নাশি, সুচরিত দিবানিশি,
পশি দেশবাসী কর্ণে, সদা কবে জ্ঞান দান ॥
যথা পার্থ, ভীষ্ম ধীব, বলি, কর্ণ, যুধিষ্ঠিব,
শত ববি ম্লান কবি, ইতিহাসে দ্যুতিমান।
সতী বীর-প্রসবিনী, পূত-চবিত-শালিনী,
ভাবত-বমণী-নামে, ভক্তি-পূর্ণ হয প্রাণ ॥
যথা সীতা, উমা, বমা, ত্রিজগতে নিরুপমা,
জননী-রূপিণী নাবী, সবে দেন এই জ্ঞান।
যাহাব উন্নতি লাগি, দেবগণ অনুবাগী,
যথা বুদ্ধ, কৃষ্ণ রূপে, উপদেষ্টা ভগবান ॥
তথা কেন হেন দশা, কাহাবে কবি জিজ্ঞাসা,
কে পূবাবে মম আশা সবে কাব জ্ঞান-ভান।
শৃগাল সিংহ-ঔবসে, জন্মিল কি পাপ-বসে,
দেববংশধবগণ, কেন পিশাচসমান।
যাহাতে সুধা সম্ভবে, তাহাই বিষ প্রসবে,
ভাবতে সে দশা এবে, বিজয়েব অনুমান ॥৫২॥

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩০৬।

Printed by

K. P. MOOKERJEE & CO.,

20 Mangoe Lane,

CALCUTTA.